# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
*ক্রেডিট বিভাগ*

*ফোনঃ ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯,*
*০২২২৩৩-৫৮৬৮১*
*ই-মেইল:* dgmpid@krishibank.org.bd


পত্র নং-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৭৯)/২০২৩-২০২৪/ ১৮ (২২৫০) তারিখঃ ০৫/০৭/২০২৩

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখঃ ০৮/০৬/২০২৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উপরোক্ত সার্কুলার লেটার মোতাবেক ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এসএফডি সার্কুলার নং-০২ এর মাধ্যমে 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এর আলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Technology Development/Up-gradation Fund নামে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠিত হয়। সরকার কর্তৃক 'রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪' জারি হওয়ায় উক্ত রপ্তানী নীতি আদেশের পরিপালন এবং আলোচ্য তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা আরও সহজতর করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক) বর্ণিত সার্কুলারের ৬ নং অনুচ্ছেদের শেষ লাইন নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ
"উক্ত ১১ (এগারো) টি কার্যক্রম/উদ্যোগের আওতায় রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবা খাতের আওতায় ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি খাতের শিল্প অন্তর্ভুক্ত হবে।"

খ) বর্ণিত সার্কুলারের সকল অনুচ্ছেদে ৮ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে
৮. সুদ/মুনাফা-হার কাঠামোঃ
(৮.১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফা হার হবে ১%;
(৮.২) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৫%।

গ) বর্ণিত সার্কুলারের সকল অনুচ্ছেদে 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এর পরিবর্তে 'রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪' প্রতিস্থাপিত হবে।

০৩। এতদ্ব্যতীত সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

০৪। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৮ সালে সংশোধিত) এর ৪৫ ধারা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (২০০৩ সালে সংশোধিত) এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৫। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখঃ ০৮/০৬/২০২৩ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য মাঠ কার্যালয় সমূহকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,
০৫/০৭
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

পত্র নং-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৭৯)/২০২৩-২০২৪/ ১৮ (২২৫০) তারিখঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২ ও ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (উল্লেখিত সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অনুসারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
০৭। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ***উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।***
০৮। নথি/মহানথি।

০৫/০৭/২০২৩
(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট

তারিখ: ০৮ জুন ২০২৩ / ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

এসএফডি সার্কুলার লেটার নং- ০১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

**রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত।**

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জারিকৃত এসএফডি সার্কুলার-০২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এর আলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Technology Development/Up-gradation Fund নামে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠিত হয়। সরকার কর্তৃক 'রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪' জারি হওয়ায় উক্ত রপ্তানী নীতি আদেশের পরিপালন এবং আলোচ্য তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা আরও সহজতর করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক) বর্ণিত সার্কুলারের ৬ নং অনুচ্ছেদের শেষ লাইন নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

"উক্ত ১১ (এগারো) টি কার্যক্রম/উদ্যোগের আওতায় রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবা খাতের আওতায় ৩৫(পঁয়ত্রিশ) টি খাতের শিল্প অন্তর্ভুক্ত হবে।"

খ) বর্ণিত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ৮ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে
৮. সুদ/মুনাফা-হার কাঠামোঃ
(৮.১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার হবে ১% ;
(৮.২) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৫%।

গ) বর্ণিত সার্কুলারের সকল অনুচ্ছেদে 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এর পরিবর্তে 'রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪' প্রতিস্থাপিত হবে।

৩। এতদ্ব্যতীত সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৮ সালে সংশোধিত) এর ৪৫ ধারা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (২০০৩ সালে সংশোধিত) এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী লিয়াকত আলী)
পরিচালক
ফোন নং: ৯৫৩০৩২০
Email: gm.sfd@bb.org.bd

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

এসএফডি সার্কুলার নং- ০২

তারিখঃ জানুয়ারি ১৭, ২০২১
মাঘ ০৩, ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

**রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ মোতাবেক দেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করতে হলে মাথাপিছু রপ্তানি আয় এবং জিডিপি-তে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। সেক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা ও টেকসইতা (Sustainability) অধিকতর বৃদ্ধিকল্পে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া, জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং উৎপাদন যন্ত্রপাতি/মেশিনারিজ ও প্রযুক্তির আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষাপটে, 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এর আলোকে 'রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Technology Development /Up-gradation Fund নামে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নরূপঃ

১. **শিরোনামঃ** রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল।

২. **তহবিল গঠনের সার্বিক উদ্দেশ্যঃ** রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন।

৩. **সুবিধাভোগীঃ** রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ এর আওতাধীন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত।

৪. **তহবিলের আকারঃ** ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা (আবর্তনশীল)।

৫. **তহবিলের উৎসঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস ।

৬. **পুনঃঅর্থায়ন যোগ্য কার্যক্রম/উদ্যোগের Development /Up-gradationঃ**

৬.১। সংশ্লিষ্ট শিল্পের মুখ্য উৎপাদন মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.২। জ্বালানি দক্ষ বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৩। বিজনেস প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিং/বিজনেস প্রসেস অটোমেশন সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৪। অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৬। বায়ু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৭। তাপ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৮। কর্মপরিবেশ (অগ্নি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সেবা) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.৯। পানি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;

৬.১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি এবং

৬.১১। হিসাবায়ন, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, বিপনন, বিক্রয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অটোমেশন সংক্রান্ত আধুনিক মেশিনারিজ/প্রযুক্তি।

উক্ত ১১ (এগার) টি কার্যক্রম/উদ্যোগের আওতায় রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক ৩২ (বত্রিশ) টি খাতের শিল্প অন্তর্ভুক্ত হবে।

**৭. অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Participating Financial Institution-PFI)ঃ** এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের (মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা) সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement-PA) সম্পাদন করতে হবে (Annexure-1)। এ অংশগ্রহণ চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ Participating Financial Institution বা PFI হিসেবে গণ্য হবে। এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সার্কুলার/সার্কুলার লেটার এর মাধ্যমে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ PFI-কে পরিপালন করতে হবে।

**৮. সুদ/মুনাফা-হার কাঠামোঃ**

৮.১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হারঃ ব্যাংক হার (সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল) এর চেয়ে ১% কম।

৮.২) PFI কর্তৃক গ্রাহক হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হারঃ PFI পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ/মুনাফার হার + (২%-৩%)

৮.৩) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ভিত্তিতে গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হবেঃ

| ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদকাল | ভিত্তি হার | PFI'র মার্জিন | গ্রাহক পর্যায়ে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার |
|---|---|---|---|
| ৫ বছরের কম | ব্যাংক হার (সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল) এর চেয়ে ১% কম | অনধিক ২% | ভিত্তি হার + PFI'র মার্জিন |
| ৫ বছর বা ততোধিক কিন্তু ৮ বছরের কম | -ঐ- | অনধিক ২.৫% | -ঐ- |
| ৮ বছর বা ততোধিক কিন্তু সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত | -ঐ- | অনধিক ৩% | -ঐ- |

**৯. সুদ/মুনাফা হিসাবায়ন ও ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন (Debt-Equity) অনুপাতঃ**

৯.১) সুদ/মুনাফা হিসাবায়নঃ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি (Reducing Balance Method)।

৯.২) ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাতঃ এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের নিমিত্ত আবেদনের পূর্বে গ্রাহকের equity contribution-এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে PFI সমূহ তাদের বিনিয়োগ/ঋণদান নীতিমালার (Investment/Credit Norms) আলোকে PFI-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত নির্ধারণ করবে। তবে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত ন্যূনতম ৭০ ঃ ৩০ হতে হবে।

**১০. পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার মেয়াদকালঃ** ৩-১০ বছর।

**১১. পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ধরণঃ** স্থানীয় মুদ্রায় মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ (Term loan/investment)।

**১২. গ্রেস পিরিয়ডঃ** PFI ও গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তবে তা সর্বোচ্চ ১ বছর হবে।

**১৩. গ্রাহক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

১৩.১) এ তহবিলের আওতায় শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকল্পে মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ/প্রযুক্তি সংগ্রহের লক্ষ্যে স্থানীয় মুদ্রায় গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের (Term loan/ investment) বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে। **মেশিনারিজ/প্রকল্পের পরামর্শক খরচ, মেরামত সংক্রান্ত ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এবং চলতি মূলধন বাবদ কোনরূপ ব্যয় এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতাভুক্ত হবে না;**

১৩.২) মেশিনারি/প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা, প্রকৃত ব্যয় ইত্যাদির আলোকে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ/প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত পুনঃঅর্থায়ন সীমা অতিক্রম করবে না;

১৩.৩) খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন বিবেচ্য হবে না। PFI কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ খেলাপী নয় মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

১৩.৪) PFI কর্তৃক যৌক্তিক কারণে ঋণ/বিনিয়োগ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা মওকুফকৃত হলে/গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের ইতিহাস থাকলে তা পুনঃঅর্থায়নের অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে;

১৩.৫) PFI-এর অর্থায়নে মেশিনারিজ/প্রকল্প যৌক্তিক কারণে চালুকরণের বিলম্বের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ/প্রকল্প চালু হওয়ার অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে PFI কর্তৃক তাদের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে;

১৩.৬) বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বা উন্নয়ন সহযোগীদের বা অন্য কোনো উৎস হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গৃহীত হয়ে থাকলে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন বিবেচ্য হবে না এবং

১৩.৭) Export Bill অপ্রত্যাবাসিত থাকলে (Guidelines for Foreign Exchange Transactions-GFET এ বর্ণিত নির্ধারিত সময় পর্যন্ত) এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন বিবেচ্য হবে না।

## ১৪. PFI পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা:

১৪.১) শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ (Classified Loan) এর হার ১০% এর অধিক হবে না;

১৪.২) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য আবেদনকালে মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequecy), সংস্থান সংরক্ষণ (Provision Maintenance), নগদ সংরক্ষণ হার (CRR) ও বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণ হার (SLR) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সংরক্ষণ করতে হবে;

১৪.৩) CAMELS Rating ন্যূনতম ৩ হতে হবে;

১৪.৪) একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা (বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৪ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০১৬) অনুসরণ করা এবং

১৪.৫) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল নীতিমালার পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

## ১৫. শিডিউল অব চার্জেস:

ঋণ/বিনিয়োগের শিডিউল অব চার্জেস (অনুচ্ছেদ ৮-এ বর্ণিত সুদ/মুনাফা হার ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ব্যাংকের জন্য) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোন ধরণের লুক্কায়িত খরচ (Hidden Expenses) বা অন্য কোন ধরনের চার্জ/ফি/সুদ/মুনাফা আরোপ করা যাবে না। তবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত শুল্ক/কর আদায়যোগ্য হবে।

## ১৬. পুনঃঅর্থায়নের আবেদন প্রক্রিয়া:

১৬.১) PFI কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র এবং ১৮.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দলিলাদি সহকারে **মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা** বরাবর দাখিল করতে হবে।

১৬.২) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় PFI কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের (Disbursed) পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৬.৩) এ তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত PFI সমূহের অর্থায়নের সমপরিমাণ অথবা বিশেষজ্ঞ/বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাক্কলিত মূল্য/প্রকল্প খরচের সমপরিমাণ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে। তবে দাখিলকৃত আবেদন ও তদসংশ্লিষ্ট

দলিলাদি, সরেজমিন পরিদর্শন পরিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

**১৭. পুনঃঅর্থায়ন আদায় প্রক্রিয়াঃ**

১৭.১) PFI কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিশোধ সূচী অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

১৭.২) PFI এর অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার পরিশোধ সূচী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত হবে। গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে পরিশোধ সূচী সংশ্লিষ্ট PFI কর্তৃক প্রণয়ন করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

১৭.৩) পরিশোধ সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে পরিশোধযোগ্য কিস্তি সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট PFI এর চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

১৭.৪) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন গ্রাহক ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করলে যে সময়ের জন্য গ্রাহক উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাও সর্বোচ্চ উক্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাবাবদ গৃহীত অর্থ মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সমন্বয় করতে পারবে। তবে PFI সমূহ ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় হওয়া মাত্রই গ্রাহকের Loan/Investment Account Statement সহ ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ঋণ সমন্বয়ের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে কোন প্রকার চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

১৭.৫) সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লিড PFI বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবে এবং উক্ত পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের ত্রৈমাসিক কিস্তি লিড PFI এর নিকট হতে আদায় করা হবে। সিন্ডিকেশনে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য PFI সমূহকে আনুপাতিক হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বন্টনসহ পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের কিস্তি আদায় ও অন্যান্য দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লিড PFI এর উপর ন্যস্ত থাকবে। লিড PFI সহ সিন্ডিকেশনে অন্তর্ভুক্ত সকল PFI সমূহকে ৭ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক অংশগ্রহণ চুক্তি (PA) সম্পাদন করতে হবে।

১৭.৬) পরিশোধ সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে PFI সমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তাদের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল/স্থিতি সংরক্ষণ করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার কিস্তি আদায়কালে PFI সমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুদ/মুনাফাসহ তহবিল/স্থিতি পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে আদায় করা হবে।

**১৮. দালিলিক চেকলিস্টঃ**

১৮.১) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে PFI কর্তৃক Demand Promissory Note (**Annexure-2**), Letter of Continuity (**Annexure-3**), Letter of Debit Authority (**Annexure-4**) দাখিল করতে হবে।

১৮.২) বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

ক) গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট;

খ) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ বিষয়ে গ্রাহকের পত্র;

গ) ঋণ/বিনিয়োগ বিষয়ে গ্রাহকের আবেদনপত্র;

ঘ) মঞ্জুরীপত্রের কপি;

ঙ) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের চুক্তি;

চ) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের পরিশোধ সূচী;

ছ) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের হালনাগাদ বিবরণী;

জ) সংশ্লিষ্ট ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী ও অন্যান্য দলিলাদি;

ঝ) গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রোফাইল;

ঞ) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত/অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান অথবা বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকল্পে প্রাক্কলিত মূল্যায়ন/প্রকল্প খরচসহ টেকনিক্যাল রিপোর্ট এবং

ট) বাংলাদেশ ব্যাংকে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে গ্রাহক অন্য কোন উৎস/ প্রতিষ্ঠান হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি মর্মে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র।

**১৯. রপ্তানিমুখী শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি/মেশিনারিজঃ** রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে Technology Development /Up-gradation Fund হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি/মেশিনারিজ সমূহ বিবেচিত হবে। গ্রাহক পর্যায়ে চাহিদা সাপেক্ষে PFI সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দাখিলকৃত আবেদন যথাযথ পর্যালোচনা সাপেক্ষে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি/মেশিনারিজ এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

**২০. রিপোর্টিং ও মনিটরিংঃ**

২০.১) PFI সমূহ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের হালনাগাদ বিবরণী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী অথবা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফরওয়ার্ডিং লেটারসহ) সংযোজিত ছক (**Annexure-5**) অনুযায়ী ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে '**মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা**' বরাবরে দাখিল করতে হবে। যে সকল PFI পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি তারা শূণ্য বিবরণী দাখিল করবে। সিন্ডিকেশন ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে লিড PFI সহ সকল সদস্য PFI তাদের স্ব স্ব পুনঃঅর্থায়নের অংশে পৃথক পৃথক ভাবে সংযোজিত ছক অনুযায়ী ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করবে।

২০.২) পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের যাচিত বিবরণী/তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

২০.৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা মঞ্জুরীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও দলিলাদি সরেজমিনে যাচাই করা হবে। পুনঃঅর্থায়নের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরিদর্শন দল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট PFI এবং পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সরেজমিনে যাচাই করা হবে। প্রথম পরিদর্শন হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস পরপর (বাংলাদেশ ব্যাংক এর সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন সময়সহ) পুনঃঅর্থায়ন এর মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা অনুমোদনপরবর্তী মেয়াদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট PFI ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়নে কোনরূপ ব্যত্যয় প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাতিল করা হবে।

২০.৪) PFI কোনো ভুল তথ্য প্রদানপূর্বক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে কিংবা ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ সদ্ব্যবহার হয় নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিনে পরিদর্শনে উদ্ঘাটিত হলে কিংবা স্কিমের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাহক বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও তা বাংলাদেশ ব্যাংকে অবহিত না করলে অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ/মুনাফা হারসহ অতিরিক্ত ৫% হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে।

**২১. অন্যান্য শর্তাদিঃ** ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা মঞ্জুর ও বিতরণ, ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন, debt-equity অনুপাত, ঋণ/বিনিয়োগের অর্থের সদ্ব্যবহার ও ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ-পরবর্তী তদারকির ব্যাপারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ বিদ্যমান অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের আলোকে নিয়মাচার অনুসরণ করতঃ গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক

পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের কিস্তি পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

২২. পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের শর্তাদি বিষয়ে যে কোনো সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

২৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৮ সালে সংশোধিত) এর ৪৫ ধারা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (২০০৩ সালে সংশোধিত) এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ সার্কুলার জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন নংঃ ৯৫৩০৩২০
Email: gm.sfd@bb.org.bd
morshed.millat@bb.org.bd

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ
ফোন-৯৫৫০৪০৩, ই-মেইল dgmpid@krishibank.org.bd


মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

পত্র নং-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৭৯)/২০২০-২০২১/ ১১০০ (১১-৫) তারিখঃ ০২.০৩.২০২১

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ **রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত।**

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর এসএফডি সার্কুলার নং-০২, তারিখঃ ১৭/০১/২০২১ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বর্ণিত সার্কুলার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDGs) অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ মোতাবেক দেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করতে হলে মাথাপিছু রপ্তানি আয় এবং জিডিপি-তে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। সেক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা ও টেকসইতা (Sustainability) অধিকতর বৃদ্ধিকল্পে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া, জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং উৎপাদন যন্ত্রপাতি/মেশিনারিজ ও প্রযুক্তির আধুনিকায়ন প্রয়োজন বিধায় এ পেক্ষাপটে, রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এর আলোকে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Technology Development/ UP-gradation Fund নামে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. শিরোনাম ঃ রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল।
২. তহবিল গঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য ঃ রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন।
৩. সুবিধাভোগী ঃ রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ এর আওতাধীন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত।
৪. তহবিলের আকার ঃ ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা (আবর্তনশীল)।
৫. তহবিলের উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস।
৬. পুনঃঅর্থায়ন যোগ্য কার্যক্রম/উদ্যোগের Development/Up-gradation :
    - ৬.১। সংশ্লিষ্ট শিল্পের মূখ্য উৎপাদন মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.২। জ্বালানি দক্ষ বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৩। বিজনেস প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিং/ বিজনেস প্রসেস অটোমেশন সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৪। অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৬। বায়ু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৭। তাপ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৮। কর্মপরিবেশ (অগ্নি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সেবা) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি;
    - ৬.৯। পানি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেশিনারিজ/প্রযুক্তি
    - ৬.১০। মানব সম্পদ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি এবং
    - ৬.১১। হিসাবায়ন, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, বিপনন, বিক্রয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অটোমেশন সংক্রান্ত আধুনিক মেশিনারিজ/প্রযুক্তি।

উক্ত ১১(এগার) টি কার্যক্রম/উদ্যোগের আওতায় রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক ৩২(বত্রিশ)টি খাতের শিল্প অন্তর্ভুক্ত হবে।

২৮০

চলমান পাতা-২

৭. অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Participation Financial Institution- PFI) ঃ

এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের (মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা) সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement-PA) সম্পাদন করতে হবে (Annexure-1)। এ অংশগ্রহণ চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ Participating Financial Institution বা PFI হিসেবে গন্য হবে। এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সার্কুলার/সার্কুলার লেটার এর মাধ্যমে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ PFI- কে পরিপালন করতে হবে।

৮. সুদ/মুনাফা-হার কাঠামো ঃ

৮.১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার ঃ ব্যাংক হার (সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল) এর চেয়ে ১% কম।

৮.২) PFI কর্তৃক গ্রাহক হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার ঃ PFI পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ/মুনাফা হার + (২%-৩%)

৮.৩) ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদ ভিত্তিতে গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হবে ঃ

| ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদকাল | ভিত্তি হার | ..... মার্জিন | গ্রাহক পর্যায়ে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার |
|---|---|---|---|
| ৫ বছররের কম | ব্যাংক হার (সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল) এর চেয়ে ১% কম | অনধিক ২% | ভিত্তি হার + PFI'র মার্জিন |
| ৫ বছর বা ততোধিক কিন্তু ৮ বছরের কম | -ঐ- | অনধিক ২.৫% | -ঐ- |
| ৮ বছর বা ততোধিক কিন্তু সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত | -ঐ- | অনধিক ৩% | -ঐ- |

৯. সুদ/মুনাফা হিসাবায়ন ও ঋণ বিনিয়োগ- মূলধন (Debt- Equity) অনুপাতঃ

৯.১) সুদ/মুনাফা হিসাবায়ন ঃ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি (Reducing Balance Method)

৯.২) ঋণ/বিনিয়োগ -মূলধন অনুপাত ঃ এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের নিমিত্ত আবেদনের পূর্বে গ্রাহকের equity contribution এর বিষয়টি নিশ্চিতত করতে হবে। এক্ষেত্রে PFI সমূহ তাদের বিনিয়োগ/ঋণদান নীতিমালার (Investment/Credit Norms) আলোকে PFI গ্রাহক সম্পর্কে ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলদন অনুপাত নির্ধারণ করবে। তবে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত ন্যূনতম ৭০ঃ৩০ হতে হবে।

১০. পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার মেয়াদকাল ঃ ৩-১০ বছর।

১১. পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ধরণ ঃ স্থানীয় মুদ্রার মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ (Term loan/investment)

১২. গ্রেস পিরিয়ড ঃ PFI ও গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তবে তা সর্বোচ্চ ১ বছর হবে।

১৩. গ্রাহক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

১৩.১) এ তহবিলের আওতায় শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকল্পে মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ/ প্রযুক্তি সংগ্রহনের লক্ষ্যে স্থানীয় মুদ্রায় গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ (Term loan/investment) বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে। মেশিনারিজ/প্রকল্পের পরামর্শক খরচ, মেরামত সংক্রান্ত ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এবং চলতি মূলধন বাবদ কোনরূপ ব্যয় এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতাভুক্ত হবে;

১৩.২) মেশিনারি/প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা, প্রকৃত ব্যয় ইত্যাদির আলোকে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ/প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত পুনঃঅর্থায়ন সীমা অতিক্রম করবে না;

১৩.৩) খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন বিবেচ্য হবে না। PFI সমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ও তর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ খেলাপী নয় মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

১৩.৪) PFI কর্তৃক যৌক্তিক কারণে ঋণ/বিনিয়োগ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা মওকুফকৃত হলে/গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের ইতিহাস থাকলে তা পুনঃঅর্থায়নের অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে;

১৩.৫) PFI এর অর্থায়নের মেশিনারিজ/প্রকল্প যৌক্তিক কারণে চালুকরণের বিলম্বের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ/ প্রকল্প চালু হওয়ার অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে PFI কর্তৃক তাদের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবধিা প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে;

১৩.৬) বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বা উন্নয়ন সহযোগীদের বা অন্য কোনো উৎস হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গৃহীত হয়ে থাকলে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন বিবেচ্য হবে না এবং

১৩.৭) Export Bill অপ্রত্যাবাসিত থাকলে (Gridelines for Foreing Exchange Transactions- GFET এ বর্ণিত নির্ধারিত সময় পর্যন্ত) এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন বিবেচ্য হবে না।

চলমান পাতা-৩

২৮০

১৪. PFI পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

১৪.১) শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ (Classified Loan) এর হার ১০% এর অধিক হবে না;

১৪.২) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য আবেদনকালে মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequecy), সংস্থান সংরক্ষণ (Provision Maintenance), নগদ সংরক্ষণ হার (CRR) ও বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণ হার (STR) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সংরক্ষণ করতে হবে;

১৪.৩) CAMELS Rating নূনতম ৩ হতে হবে;

১৪.৪) একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা (বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৪ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০১৬) অনুসরণ করা এবং

১৫. শিডিউল অব চার্জেস ঃ

ঋণ/বিনিয়োগের শিডিউল অব চার্জেস (অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্ণিত সুদ/মুনাফা হার ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ব্যাংকের জন্য) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোন ধরণের লুক্কায়িত খরচ (Hidden Expenses) বা অন্য কোন ধরনের চার্জ/ফি/সুদ/মুনাফা আরোপ করা যাবে না। তবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত শুল্ক/কর আদায়যোগ্য হবে।

১৬. পুনঃঅর্থায়নের আবেদন প্রক্রিয়া ঃ

১৬.১) PFI কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র এবং ১৮.২ নং অনুচ্ছেদের বর্ণিত দলিলাদি সহকারে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর দাখিল করতে হবে।

১৬.২) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় PFI কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের (Desbursed) পরবর্তী ৯০ (নবাবই) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৬.৩) এ তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত PFI সমূহের অর্থায়নর সমপরিমাণ অথবা বিশেষজ্ঞ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাক্কলিত মূল্য/প্রকল্প খরচের সমপরিমাণ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে। তবে দাখিলকৃত আবেদন ও তদসংশ্লিষ্ট দলিলাদি, সরেজমিনে পরিদর্শন পরিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গন্য হবে।

১৭. পুনঃঅর্থায়ন আদায় প্রক্রিয়া ঃ

১৭.১) PFI কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিশোধ সূচী অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

১৭.২) PFI এর অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার পরিশোধ সূচী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রনীত হবে। গ্রাহকের অনুকূরে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে পরিশোধ সূচী সংশ্লিষ্ট PFI কর্তৃক প্রণয়ন করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

১৭.৩) পরিশোধ সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে পরিশোধযোগ্য কিস্তি সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক রক্ষিত সংশ্লিষ্ট PFI এর চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

১৭.৪) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন গ্রাহক ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করলে যে সময়ের জন্য গ্রাহক উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করছে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাও সর্বোচ্চ উক্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সুবিধা গ্রহণ করছে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাও সর্বোচ্চ উক্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাবাবদ গৃহীত অর্থ মেয়অদ উত্তীর্ণের পূর্বে সমন্বয় করতে পারবে। তবে PFI সমূহ ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় হওয়া মাত্রই গ্রাহকের Loan/Investment Account Statement সহ ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ঋণ সমন্বয়ের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে কোন প্রকার চার্জ /ফি আদায় করা যাবে না।

১৭.৫) সিন্ডিকেট ফাইন্যান্সিং- এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লিড PFI বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবে এবং উক্ত পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের ত্রৈমাসিক কিস্তি লিড PFI এর নিকট হতে আদায় করা হবে। সিন্ডিকেশনে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য PFI সমূহকে আনুপাতিক হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বন্টসহ পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের কিস্তি আদায় ও অন্যান্য দায়- দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লিড PFI এর উপর ন্যস্ত থাকবে। লিড PFI সহ সিন্ডিকেশনে অন্তর্ভুক্ত সকল PFI সমূহকে ৭নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক অংশগ্রহণ চুক্তি (PA) সম্পাদন করতে হবে।

১৭.৬) পরিশোধ সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে PFI সমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তাদের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল/স্থিতি সংরক্ষণ করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার কিস্তি আদায়কালে PFI সমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্তার কারণে বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/ মুনাফার হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুদ/মুনাফাস তহবিল/ স্থিতি পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে আদায় করতে হবে।

১৮. দালিলিক চেকলিস্ট ঃ

১৮.১) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে PFI কর্তৃক Demand Promissory Note (Annexure-2), Letter of Continuity(Annexure-3), Letter of Debit Authority (Annexure-4), দাখিল করতে হবে।

১৮.২) বাংলাদেশ ব্যাংকে বরাবরে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দলিলাদি দালিখ করতে হবেঃ

ক) গ্রাহকের হালনাদাগ সিআইবি রিপোর্ট;

খ) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধঅর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ গ্রাহকের পত্র;

গ) ঋণ/বিনিয়োগ বিষয়ে গ্রাহকের আবেদনপত্র;

ঘ) মঞ্জুরীপত্রের কপি;

ঙ) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ চুক্তি;

চ) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের পরিশোধ সূচী;

ছ) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের হালনাগাদ বিবরণী;

জ) সংশ্লিষ্ট ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী ও অন্যান্য দলিলাদি ;

ঝ) গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রোপাইল ;

ঞ) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত/অনুমোদিত বিশেষঞ্জ প্রতিষ্ঠান অথবা বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকল্পে প্রাক্কলিত মূল্যায়ন/প্রকল্প খরচসহ টেকনিক্যাল রিপোর্ট এবং

ট) বাংলাদেশ ব্যাংকে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে গ্রাহক অন্য কোন উৎস/প্রতিষ্ঠন হতে পূনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি মর্মে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র।

১৯. রপ্তানিমূখী শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি/মেশিনারিজঃ

রপ্তানিমূখী শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে Technology Development/Up-gradation Fund হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি/মেশিনারিজ হতে সমূহ বিবেচিত হবে। গ্রাহক পর্যায়ে চাহিতা সাপেক্ষে PFI সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক বরারর দাখিলকৃত আবেদন যথাযথ পর্যালোচনা সাপেক্ষে রপ্তানিমূখী শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি/মেশিনারিজ এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২০. রিপোর্টিং ও মনিটরিং ঃ

২০.১) PFI সমূহ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের হালনাগাদ বিবরনী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিকে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী অথবা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফরওয়ার্ডিও লেটারসহ) সংযোজিত ছক (Annexure-5) অনুযায়ী ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক , সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে। সে সকল PFI পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি তারা শূণ্য বিবরণী দাখিল করবে। সিন্ডিকেশন ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে লিড PFI সহ সকল সদস্য PFI তাদের স্ব স্ব পুনঃঅর্থায়নের অংশ পৃথক পৃথক ভাবে সংযোজিত ছক অনুযায়ী ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করবে।

২০.২) পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের যাচিত বিবরণী/তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দালিক করতে হবে। অন্যথায় বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

২০.৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা মঞ্জুরীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও দলিলাদি সরেজমিনে যাচাই করা হবে। পুনঃঅর্থায়নের ৩(তিন) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরিদর্শন দল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট PFI এবং পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সরেজমিনে যাচাই করা হবে। প্রথম পরিদর্শন হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস পরপর (বাংলাদেশ ব্যাংক এর সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন সময়সহ) পুনঃঅর্থায়ন এর মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা অনুমোদন পরবর্তী মেয়াদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট PFI ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়নে কোনরূপ ব্যত্যয় প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাতিল করা হবে।

২০.৪) PFI কোনো ভুল তথ্য প্রদানপূর্বক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে কিংবা ঋণ/বিনিয়োগ অর্থ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিনে পরিদর্শনে উদঘাটিত হলে কিংবা স্কিমের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাহক বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও তা বাংলাদেশ ব্যাংকে অবহিত না করলে অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ/মুনাফা হারসহ অতিরিক্ত ৫% হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে।

চলমান পাতা-৫

২১. অন্যান্য শর্তাদি ঃ

ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা মঞ্জুর ও বিতরণ, ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন, অনুপাত, ঋণ/বিনিয়োগের অর্থের সদ্ব্যবহার ও ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ- পরবর্তী তদারকির ব্যাপারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ বিদ্যমান অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের আলোকে নিয়মাচার অনুসরণ করতঃ গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে। বিতরনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের কিস্তি পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের এসএফডি সার্কুলার নং-০২, তারিখঃ ১৭/০১/২০২১ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত সার্কুলারের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব, মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী (মোবাইল-০১৭১৭-৯৪৩৭৩৬) এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

02/03/2022

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

নং- বিকেবি- প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৭৯)/২০২০-২০২১/ 2200(১২০০)

তারিখঃ ০২.০৩.২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২ ও ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। নথি/মহানথি।

02/03/2021

(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক